আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত ইয়াহইয়া (আ:)"**

তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা

হযরত যাকারিয়াকে বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তায়ালা ইয়াহইয়া নাম পুত্র সন্তান দান করেন। এটা আল্লাহর এক বিশেষ দান এবং তার অসীম ক্ষমতার প্রকাশ।

লুকের বর্ণনা অনুসারে হযরত ইয়াহইয়া (আ:) ছিলেন, হযরত ঈসা (আ:) আর মাতার নিকটাত্মীয় ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর বয়সে তিনি কার্যকরভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করেন। জোনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ট্রান্স জর্ডন এলাকায় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করেন।

তিনি বলেন, "আমি প্রান্তরে এক জনের রব যে ঘোষণা করিতেছি তোমার প্রভুর সরল পথ ধর।" (যোহন ১:২৩)

মার্কার মতে তিনি লোকদের পাপের জন্য তাদের তওবা করাতেন এবং তবাকারীদেরকে Baptise করতেন। অর্থাৎ গোসল করতেন, যাতে আত্মা ও শরীর উভয়ই পবিত্র হয়ে যায়। ইয়াহুদিয়া (যিহুদা) ও জেরুসালেমের অধিকাংশ লোক তার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার দ্বারা Baptise হচ্ছিল। (মার্ক ১:৪-৬)

এজন্য তিনি বাপ্তাইজকে ইয়াহইয়া (John the Bapist) নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণভাবে বনি ইসরাইল তার নবুওয়াত স্বীকার করে নিয়েছিল (মথি ২১:২৬)। ঈসা (আ:) আর যুক্তি ছিল, "স্ত্রী লোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই। (মথি ১১:১১)

তিনি উটের লোমের কাপড় পরতেন, চর্মপটুকা কোমরে বাঁধতেন এবং তার খাদ্য ছিলো পঙ্গপাল ও বনমধু (মথি ৩:৪) এই ফকিরি জীবনের সাথে সাথে তিনি প্রচার করে বেড়াতেন: "মন ফিরাও (অর্থাৎ তওবা করো) কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল. (মথি ৩:২) অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ:) এর সূচনা হতে যাচ্ছে। এ কারণে তাকে সাধারণত হযরত ঈসা (আ:) এর সূচনা হতে যাচ্ছে। এ কারণে তাকে সাধারণত হজরত ঈসা (আ:) আর "আরহাস" বলা হতো।

কুরআনে বলা হচ্ছে:

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ

সে আল্লাহর বাণীর সত্যতার সাক্ষদানকারী। (ইমরান ৩:৩৯)

তিনি লোকদের সালাত আদায় করার ও সওম পালন করার উপদেশ দিতেন। (মথি ৯:১৪, লুক ৫:৩৩, লুক ১১:১১)

তিনি লোকদের বলতেন, "যাহার দুইটি আঙ্গরাখা আছে, সে যাহার নাই, তাহাকে একটি দিউক. আর যাহার কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে সেও তদ্রুপ করুক। কর গ্রাহীরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, গুরু আমরা কি করবো? তাতে তিনি জবাব দেন, "তোমাদের জন্য যাহা নিরুপিত তাহার অধিক আদায় করিও না।" সৈনিকরা জিজ্ঞেস করলো, আমার প্রতি কি নির্দেশ? জবাব দেন, "কাহারো প্রতি দৌরাত্ম করিও না। অন্যায়পূর্বক কিছু আদায় করিও না। এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও।" (লুক ৩:১০-১৪)

বনী ইসরাঈলের বিপথগামী উলামা, ফরীশী, ও সদ্দুকারী তার কাছে Baptise হওয়ার জন্য এলে তিনি তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন, "হে সর্পের বংশেরা আগামী কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদের কে চেতনা দিল? আর ভাবিওনা যে, তোমরা মনে মনে বলিতে পার আব্রাহাম আমাদের পিতা, আর এখন গাছগুলোর মুলে কুড়াল লাগানো আছে, অতএব যে কোনো গাছ উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়।" (মথি ৩:৭-১০)

তার যুগের ইহুদি শাসনকর্তা হিরোদ এন্টিপাশের রাজ্যে তিনি সত্যের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই শাসনকর্তা ছিলেন আপাদমস্তক রোমীয় সভ্যতার প্রতিভু। তারই কারণে সারাদেশে দুষ্কৃতী, নৈতিকতা বিরোধী ও আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ প্রসার লাভ করছিল। সে নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হিরোদিয়াসকে নিজের গৃহে রক্ষিতা রেখেছিল।

হযরত ইয়াহইয়া এজন্য হিরোদকে ভর্তসনা করেন এবং তার পাপাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ অপরাধে হিরোদ ইয়াহইয়া (আ:) কে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। তবুও সে তাকে একজন পবিত্রাত্মা ও সৎকর্মশীল মনে করে তার প্রতি সম্মান পদর্শন করতো। এবং জনগণের মধ্যে তার প্রভাবের কারণে তাকে ভয়ও করতো।

কিন্তু হিরোদিয়াস মনে করতো ইয়াহ ইয়া (আ:) জনগণের মধ্যে যে নৈতিক চেতনা সঞ্চার করেছেন তার ফলে জনগনের দৃষ্টিতে তার মতো মেয়েরা ঘৃনিত হয়ে যাচ্ছে। তাই সে ইয়াহ ইয়াৰ প্রাণ সংহারের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হিরোদের জন্ম বার্ষিকী উৎসবে সে তার কাঙ্খিত সুযোগ পেয়ে যায়। উৎসবে তার মেয়ে মনমুগ্ধকর নৃত্য প্রদর্শন করে হিরোদের চিত্ত জয় করে। হিরোদ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলে, কি পুরস্কার চাও বল. মেয়ে তার ব্যাভিচারী মাকে জিজ্ঞেস করে, কি চাইব? মা বলে, ইয়াহইয়ার মস্তক চাও। তাই সে হিরোদের সামনে হাতজোড় করে বলে, জাহাপনা, আমাকে এখনি ইয়াহইয়া বাপ্তাইজকের মাথা একটি থালায় করে আনিয়া দিন। হিরোদি এ কথা শুনে বড়ই বিষণ্ন হয়ে পড়ে. কিন্তু প্রিয়ার দাবি না মেনে উপায় ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ কারাগার থেকে ইয়াহইয়া (আ:) এর মাথা কেটে আনলো এবং একটি থালায় রেখে নর্তকীকে নজরানা দিল। [মথি ১৪:৩-১২, মার্ক ৬:১৭-১৯, লুক ৩:১৯-২০]

وَاَنَا اَنْهَى من كل مُسْكِرٍ

আর আমি প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: আলে-ইমরান ৩:৩৮ থেকে ৪১

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান করো. নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবনকারী।' (আলে-ইমরান ৩:৩৮)

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাড়াইয়াছিলেন তখন ফিরিশতাগণ তাহাকে সম্মোধন করিয়া বলিল, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, সে হইবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। (আলে-ইমরান ৩:৩৯)

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ
قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপ? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা.' তিনি বলিলেন 'এইভাবে।' আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। (আলে-ইমরান ৩:৪০)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ
اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বলিলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যাতীত কথা বলিতে পারিবে না, আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে।' (আলে-ইমরান ৩:৪১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা মারিয়াম ১৯:৭ থেকে ১৫</u>

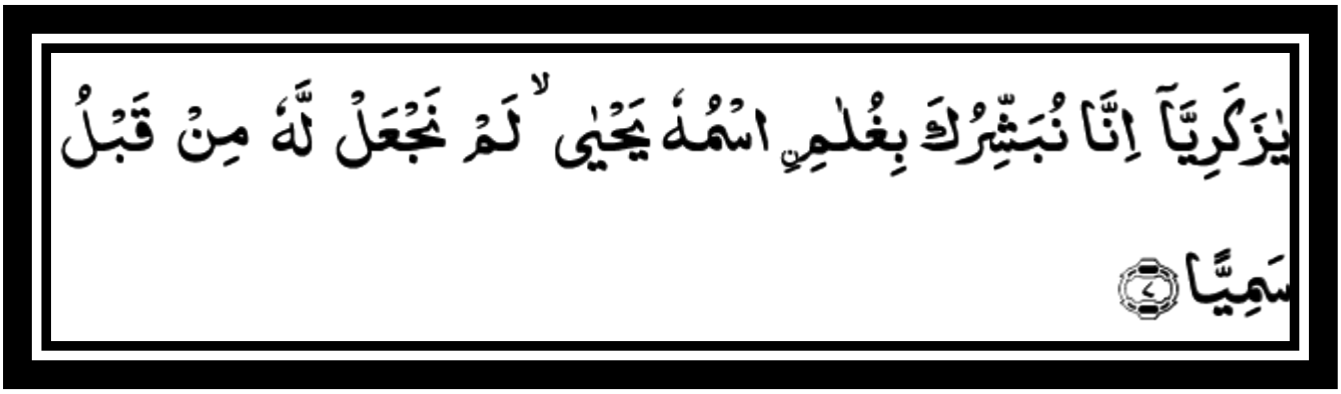
يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا ﴿٧﴾

তিনি বলিলেন, 'হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তাহার নাম হইবে ইয়াহইয়া; এই নাম পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।' (সূরা মারিয়াম ১৯:৭)

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ
الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।' (সূরা মারিয়াম ১৯:৮)

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ
تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾

তিনি বলিলেন. 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিল না। (সূরা মারিয়াম ১৯:৯)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ
سَوِيًّا ﴿١٠﴾

জাকারিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারও সঙ্গে তিন দিন বাক্যালাপ করিবে না।' (সূরা মারিয়াম ১৯:১০)

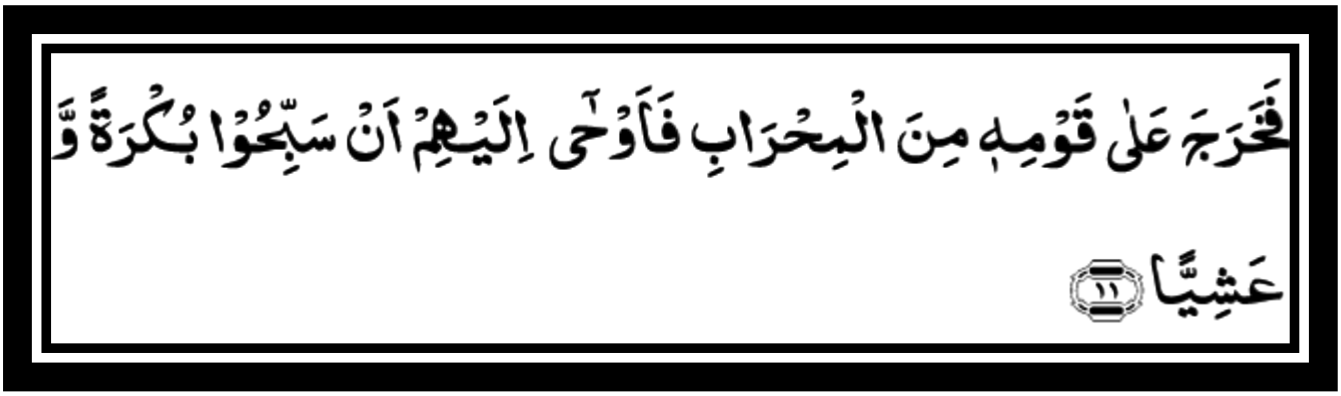
فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ
عَشِيًّا ﴿١١﴾

অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল এবং ইঙ্গিতে তাহাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল। (সূরা মারিয়াম ১৯:১১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

يٰيَحۡيٰى خُذِ الۡكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيۡنٰهُ الۡحُكۡمَ صَبِيًّا ۙ﴿۱۲﴾

'হে ইয়াহ ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ কর.' আমি তাহাকে শৈশবে দান করিয়াছিলাম জ্ঞান, (সূরা মারিয়াম ১৯:১২)

وَّحَنَانًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۙ﴿۱۳﴾

এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী, (সূরা মারিয়াম ১৯:১৩)

وَّبَرًّا بِوَالِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُنۡ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾

পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত ও অবাধ্য। (সূরা মারিয়াম ১৯:১৪)

وَسَلٰمٌ عَلَيۡهِ يَوۡمَ وُلِدَ وَيَوۡمَ يَمُوۡتُ وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَيًّا ﴿۱۵﴾

তাহার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে, যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে। (সূরা মারিয়াম ১৯:১৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, হজরত ইয়াহইয়া ছিলেন পিতা-মাতার প্রতি অনুগত. সে উদ্ধৃত ও ছিল না এবং আল্লাহর অবাধ্য ছিল না. আসুন, আমরা নবীদের এ সমস্ত গুনগুলো নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করি. আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন.

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/